আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৩৭০

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উহার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং উহা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে ঈমান রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها

আরবী

(صحيح لغيره) وَعَنْ عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. (رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه)

বাংলা

৩৭০. (সহীহ্ লি গাইরিহী) উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা বলেছেনঃ

’’আল্লাহ তা’আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায বান্দাদের উপর লিখে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি এই নামাযগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করবে, তার অধিকারকে হালকা ভেবে কোন নামায বিনষ্ট করবে না, তার জন্যে আল্লাহর কাছে রয়েছে অঙ্গিকার। তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এই নামাযগুলো আদায় করবে না তার জন্যে আল্লাহর কাছে কোন অঙ্গিকার নাই। আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা চাইলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’’[1]

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মালেক ১/১২৩, আবু দাউদ ১৪২০, নাসাঈ ৪৪৭ ও ইবনে হিব্বান ১৭২৯)

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছেঃ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

’’আল্লাহ তা’আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সময়মত সুন্দররূপে ওযু করবে পরিপূর্ণরূপে রুকূ’-সিজদা ও একাগ্রতাসহ নামায আদায় করবে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা’আলার অঙ্গিকার রয়েছে যে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করবে না তার জন্যে আল্লাহর কোন অঙ্গিকার নেই, তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।’’

ফুটনোট

[1] . শায়খ আলবানী বলেনঃ এই হাদীছের আলোকে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে বাত্ত্বা [শারহ্ ওয়াল ইবানা আন উসূলে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াদ্ দিয়ানাহ্ গ্রন্থে] বলেন: “শির্ক ব্যতীত কোন কিছুই মানুষকে ইসলাম থেকে বের করতে পারে না। অথবা আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করলে সে ইসলাম থেকে বের হবে। যদি কোন ফরয শীথিলতা ও অলসতা বশত: পরিত্যাগ করে, তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন।’’ ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যে সকল হাদীছ এসেছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্বীকার, সীমালজ্ঘন ও অহংকার করে নামায পরিত্যাগ করা। (অচিরেই এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88141

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন